ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৯২

আগরতলা,৬ জুলাই,২০১৯

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১১৯তম জন্মজয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারী শিল্পমন্ত্রী হয়ে দেশের সামগ্রিক বিকাশে মনোনিবেশ করেছিলেন

আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১১৯তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একজন দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারী শিল্পমন্ত্রী হয়ে দেশের সামগ্রিক বিকাশে মনোনিবেশ করেছিলেন। বিদ্যুতের জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও সিন্ধ্রির সার কারখানা গঠন সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নও তাঁর সময়ে হয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তা-ধারা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর কাছে রাষ্ট্রই ছিলো মুখ্য। বর্তমান ভারতবর্ষে জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, সমাজতন্ত্র ও পেশীশক্তির রাজনীতি পর্যুদস্ত হয়েছে। যারা রাজনীতিকে বাণিজ্যকরণ করেছিলো তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অখন্ড ভারতের ভাবনায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গত ৫ বছরের শাসন ও দেশ পরিচালনার জন্যই। তিনি আরও বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত নরেন্দ্র মোদির সরকার দেশহিতে কাজ করে চলছে। যার সময়োপযোগী প্রতিফলন দেখা গিয়েছে এবারের সাধারণ বাজেটে।

এবারের বাজেটে কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মজীবীদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এবারের বাজেটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বে সহায়ক দলের মহিলাদের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ কিস্তিতে ঋণ দেওয়ারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের জি ডি পি বাড়ানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, নতুন ভারত তৈরি হতে চলছে। সমগ্র বিশ্ব ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। আগামীতে বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ভারতবর্ষ তৈরি হচ্ছে। আর তা নরেন্দ্র মোদির ৫ বছরের শাসন আমলেই সম্ভবপর হয়েছে। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রীদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন, দর্শন ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানা ও পড়ার জন্য আহ্বান করেন।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যপথ'র সম্পাদক প্রাক্তন অধ্যাপক অনাথবন্ধু চ্যাটার্জি বলেন, মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে স্বাধীন ভারতবর্ষে গঠিত গণপরিষদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়েছিলো। তিনি এক জাতি, এক দেশ, এক আইনের মধ্য দিয়ে দেশ গড়ার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি উদ্বাস্তু, নির্যাতিত ও অপমানিত মানুষের পক্ষে সর্বদা কাজ করে গেছেন।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা দীপান্বিতা চক্রবর্তী বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, আইনজ্ঞ ও একজন রাষ্ট্রনায়ক। আমাদের দেশে এই মহান ব্যক্তিত্বের সঠিক মূল্যায়ন ইতিপূর্বে করা হয়নি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গত বছর থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। এবছর জেলাস্তরেও যথাযথ মর্যাদায় জন্মদিবসটি পালিত হয়েছে। শিক্ষিত, সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনে তাঁর আদর্শকে আমরা পাথেয় করবো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি সুভাষ দেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

অনুষ্ঠান মঞ্চে ড. শ্যামাপ্রসাদের উপর স্বল্প দৈর্ঘ্যের এক তথ্যচিত্রও দেখানো হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত সকল অতিথিবর্গ ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আজ সকালে দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রথম দিন জন করে মোট ৬ জনকে পুরস্কার সহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিত অতিথিবর্গ সার্টিফিকেট তুলে দেন।

*****